বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে মানবিক সম্পর্কের বিন্যাস : একটি বিশ্লেষণী পাঠ

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর প্রধান পরিচয় কবি হিসেবেই, কিন্তু কথা সাহিত্যিক হিসেবেও বুদ্ধদেব বসু যথেষ্ট শক্তিশালী সেটা তাঁর রচিত অসংখ্য গল্প উপন্যাস পাঠ করলে অনুভব করা যায়। বাংলা সাহিত্যে কল্লোল পর্বের অন্যতম ব্যক্তিত্বময় প্রতিভাবান পুরুষ বুদ্ধদেব বসু। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের উল্লখযোগ্য কবি, কথা সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সমালোচক। চার দশক ধরে বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিরূদ্ধ ভাবস্রোতময় ধারায় বুদ্ধদেব বসু খুব জোরের সঙ্গে একটি মতবাদ, একটি মনোভঙ্গীকে চিরকাল দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন। তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস বিচলিত হয়নি কখনো। বাংলা গল্প সাহিত্যের বিচিত্র সম্ভারে তাঁর স্থানটি তাঁর নিজস্ব শক্তিতেই স্থিরীকৃত হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যে এক বিচিত্র বিস্ময়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশের কুমিল্লায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সাধারণত যে সময়টাতে একটি শিশু ধাপে ধাপে একটু একটু করে বেড়ে ওঠে, সুবুদ্ধি সম্পন্ন পূর্ণবয়স্ক একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয়, বুদ্ধদেব বসুর জীবনের সেই অতি মূল্যবান সময়টাতে সমগ্র দেশ ছিল রাজনৈতিক অশান্তিতে উগ্র। ভারতবর্ষের এক হিংসাত্মক রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর জন্ম। তাঁর জন্মের মাত্র সাড়ে তিনমাস পূর্বে ফাঁসি হয়েছিল ক্ষুদিরামের। তাঁর এগারো বছর বয়সে জালিয়ানওলাবাগের হত্যাকাণ্ড। তারপরসমস্ত ভারতবর্ষের উপর আছড়ে পড়ল গান্ধীবাদ ও স্কুল-কলেজ ত্যাগ, অফিস-আদালত বয়কট-বিলিতি বর্জন ইত্যাদি আরো নানা ঘটনা। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে এই মৃতপ্রায় শিশুটি কেমন করে হয়ে উঠল বুদ্ধদেব বসু তা এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যের যে সময় বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ঠিক সেই সময়কালেই আরো অনেক প্রতিভাবান শিল্পী দেখা দিয়েছিলেন--- কবিতায় জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র নাথ, অমিয় চক্রবর্তী, উপন্যাসে বিভূতি, মানিক, তারাশঙ্কর, প্রবন্ধে সুনীতিকুমার, অন্নদাশঙ্কর, ধূর্জটি প্রসাদ প্রমুখ। কিন্তু বুদ্ধদেবের মতো কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, রম্যরচনা, অনুবাদ, ভ্রমণ কাহিনি, আত্মজীবনী, সমালোচনা সাহিত্য ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন অভিনবত্ব এবং সার্থকতা অর্জন রবীন্দ্রনাথের পরে আর দৃষ্টিগোচর হয়নি।

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে মানবিক সম্পর্কের বিন্যাস অত্যন্ত দক্ষতার সঙে প্রকাশিত হয়েছে। এই বিন্যাসের পরিচয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়। তাঁর অনেকগুলি গল্পে প্রকাশিত হয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন, যেমন — 'অদৃশ্য শত্রু', 'জ্বর', 'প্রশ্ন', 'তুলসী গন্ধ' প্রভৃতি। কয়েকটি গল্পে প্রকাশিত হয়েছে সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর অনুভব । যেমন — 'খাতার শেষ পাতা', 'লজ্জা', 'চোর ! চোর' প্রভৃতি ।

বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি গল্প আছে, যেগুলিকে ছোটদের বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন নিজেই ''.....আমার 'বড়োদের আর 'ছোটদের' লেখা মূলত ভিন্ন নয়; একই ভাব, একই চিন্তা — কখনো কখনো একই মেজাজ দুয়েরই মধ্য দিয়ে প্রকাশের জন্য প্রয়াসী।'' এই ধারার কয়েকটি গল্প হলো 'প্রাইজ', 'হারাণ জ্যাঠা ও সুজিত দা', 'প্রথম দুঃখ' ইত্যাদি ।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন কবিতার পর কবিতা। 'বন্দীর বন্দনাতে' : 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্যর কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি রেখেছো আমায়', 'প্রেমিক'

কবিতায় : 'মোরে প্রেম দিতে চাও ? প্রেমে মোর ভুলাইবে মন' ? 'কঙ্কাবতী' কবিতায় : 'তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো' কিংবা, 'আজ মাঝরাতে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটবে যখন, ঘুম ফেলে দিয়ে চলে এসো এখানে, কেমন ?' কিংবা, আবার যখন লিখেন 'এসো, ভুলে যাও তোমার সব ভাবনা, তোমার টাকার ভাবনা, স্বাস্থ্যর ভাবনা, এরপর কী হবে,' আবার লিখলেন 'আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১' এর মতো কবিতা। স্থির থাকেন নি, আবার লিখলেন 'রাত্রি' কবিতায় 'রাত্রি, প্রেয়সী আমার, প্রসন্ন হও, নিদ্রা দিয়ো না'-এর মতো কবিতা। লিখে উঠলেন কবিতার পর কবিতা। যে সকল কবিতা কোনো ভাব-বিশ্লেষণ নয়, বরং তাতে প্রকাশ পায় অপার সৌন্দর্য। কবিতার পাশাপাশি লিখলেন অসংখ্য প্রবন্ধ। 'লেখার স্কুল', 'কল্লোল ও দিনেশ রঞ্জনদাশ', 'জীবনানন্দ দাশ', তিনি লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়েও। প্রবন্ধের পাশাপাশি আবার লিখলেন বেশকিছু নাটক। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', 'কালসন্ধা', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'প্রথম পার্থ', 'সংক্রান্তি', 'প্রায়শ্চিত' এছাড়াও থাকলো 'অনুরাধা' নামে আরও একটি নাটক। সাহিত্যের সকল শাখায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, আলোচনা সমালোচনা সব-ই লিখেছেন আপন মনে। ছোট গল্পেও হাত রাখলেন সমান ভাবে। লিখে উঠলেন গল্পের পর গল্প। এক একটি গল্প যেন এক অজানা কাহিনীর স্তম্ভ 'জ্বর', 'প্রশ্ন', 'বিরূপাক্ষ দেবের কাহিনী', 'তুলসী গন্ধ', 'এমিলিয়ার প্রেম', 'আমরা তিনজন', 'চোর! চোর', 'ফেরিওলা', 'খাতার শেষ পাতা', 'একটি কি দুটি পাখি', 'জয় জয়ন্তী', 'একটি লাল গোলাপ', 'একটি জীবন', 'আবছায়া' এবং 'রজনী হলো উতলা' এর মতো গল্প। যে গল্প সমান স্বাক্ষর রাখে একজন সু-সাহিত্যিকের। বুদ্ধদেব বসু; বাংলা সাহিত্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন কবিতার মধ্যে দিয়ে। সমানভাবে এগিয়েছেন ছোট গল্পেও।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিষয় যেমন প্রকৃতি সেখানেই তাঁর কবিতার আবেদন সবচেয়ে বেশি জানিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেবের গল্প পড়তে পড়তে এই কথাটি মনে পড়ে যায়, কারণ তাঁর বহু গল্পের নিসর্গ বর্ণনায় বুদ্ধদেব আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'জ্বর', 'প্রশ্ন', 'সুপ্রতিম মিত্র'; সহ আরো অন্যান্য গল্পে নিসর্গকে নানা মাত্রায় ব্যবহার করেছেন তিনি। সবক্ষেত্রেই নিসর্গের সঙে মানুষের সম্পর্কের একটা পটভূমি তিনি বজায় রেখেছেন ।

পাশাপাশি বুদ্ধদেবের গল্পে আরও কিছু বেশি লক্ষ্য করা যায়— বিশেষ কোনও ভাবনা বা কোনও তীব্র অনুভূতি বা কোনও জটিল প্রণয়াবেগ অথবা সংরাগের কাব্যোপম আত্মকথন, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত আশা-নিরাশার খণ্ডদৃশ্য, অনুরাগের বিভিন্ন অভিব্যক্তি, চিত্তবৈকল্যের নানা প্রকাশ, ছোটোখাটো মানবিক দুর্বলতার হরেক নমুনা, কোথাও কোনও নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবির জীবনের এক ঝলক ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসু চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে গল্প লিখে গেছেন। তাঁর গল্পের বইয়ের সংখ্যা চল্লিশের বেশি। কেবল কল্লোল এর লেখক হিসাবেই নয়, বুদ্ধদেব বসু গভীরতর অর্থে কল্লোলগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। এই গোষ্ঠী যদিও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কিন্তু মূলতঃ তাদের বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়, বিদ্রোহ হলো তাদের নিজস্ব জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে। বুদ্ধদেবের চোখে রবীন্দ্রনাথ মহিমান্বিত ঈশ্বরের মত হলেও তাঁর কাব্যে ও কথাসাহিত্যে দেহচেতনার তথাকথিত অভাববোধ এই তরুণ লেখককে বিক্ষুব্ধ করেছিল। বুদ্ধদেব বসু স্পষ্টতই অভিযোগ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্টতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, তাঁর জীবনদর্শনে মনে হয় মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।

বুদ্ধদেবের লেখায় দেহচেতনা স্থূল দেহসর্বস্বময় আর্তি ও অনুভব, দেহ ও আত্মার যে ক্রন্দন, এবং বিরহের বেদনায় শরীর চেতনাকে বিশুদ্ধ করে তোলার জন্য নরনারীর যে যন্ত্রণা, তাকেই ধরার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যরসবাহিত সাঙ্কেতিক ইমেজ বা শব্দচিত্রের মাধ্যমে। 'রজনী হলো উতলা' গল্পে নারীর রূপবিহ্বলতা থেকে যে দারুন হলাহল উঠেছিল, তা পান করে গল্পের চরিত্রগুলির যে দুঃসহ যন্ত্রণা ক্লান্তি আর বিষাদ তার কাব্য ব্যঞ্জনাময় রহস্যময় চিত্রটি সত্যই অনুপম।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যও কথাসাহিত্যের তথাকথিত রোম্যান্টিক আদর্শবাদের মধ্যে বুদ্ধদেব তথা তরুণগোষ্ঠীর পিপাসা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়নি। এই অভাববোধ থেকেই তাঁরা ইংরেজী কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের দিকে হাত বাড়ালেন। বুদ্ধদেব বলেছেন 'We read whitman, the Russians and the Scandinavians'— বুদ্ধদেবের উপন্যাসে গল্পে 'দেহের রহস্যে বাঁধা' প্রেমের যে বিচিত্র রসরূপ, তার মূলে পাশ্চাত্যের কাব্য— কথাসাহিত্যের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই।

সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের বিশিষ্টতা যেমন স্পষ্ট, তাঁর ছোট গল্পকার সত্তাটিও তেমনই বিশিষ্টতা সম্পন্ন। একাধিক বাঁক রয়েছে তাঁর ছোটগল্প রচনাধারায়, রয়েছে নানাবিধ উত্থান পতন; যেমন রয়েছে একই বিষয়ের বারংবার উপস্থিতি, তেমনই রয়েছে অনেক বিষয়ের আশ্চর্য বিবর্তন, অনবদ্য রূপান্তর।